আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারিরা, আমাদের বরিষ্ঠ বিশিষ্ট সহ-নাগরিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে সবিশেষ উদ্বিগ্ন। এঁরা হলেন

১. ভারভারা রাও

২. সুধা ভরদ্বাজ

৩. সোমা সেন

৪.আনন্দ তেলতুম্বে

৫.গৌতম নাভলাখা

৬. অরুণ ফেরেরা

৭. ভারমন গঞ্জালেস

৮.সুরেন্দ্র গ্যাডলিং

৯. মহেশ রাউত

১০. সুধীর শাওয়ারে

১১. রোনা উইলসন

এই ১১ জন মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে অনেকেই সুপন্ডিত, লেখক এবং কবি। ভারতের দরিদ্রতম এবং প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক বন্দির তকমা দিয়ে আটক রাখা হয়েছে শুধু নয়, তাঁদের জামিনের আর্জি খারিজ করা হয়েছে। যদিও, আমরা জানি যে, যেখানে তাঁদের রাখা হয়েছে, সেই মহারাষ্ট্রের জেলখানায়, তাঁদের একাধিক সহ-বন্দির "কোভিড ১৯" এ মৃত্যু হয়েছে। এবং অনেকেরই রিপোর্টে সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

অসমের মানবাধিকার কর্মী অখিল গগৈ, যিনি বারবার সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর জামিনও নামঞ্জুর হয়েছে।

এই সমাজকর্মীদের কেউই দাগি আসামি নন। এবং এঁদের কারও আইনি প্রক্রিয়া অগ্রাহ্য করে দেশ ছেড়ে পালানোর সম্ভাবনা নেই।

সারা দেশে যখন কোভিড ১৯ অতিমারির রূপ নিয়েছে, এবং জেলখানায় এঁদের জীবন বিপন্ন, তখন আমরা এঁদের সত্বর জামিন মঞ্জুরের দাবি জানাচ্ছি। আমরা জানি যে, ৮০ বছরের বৃদ্ধ ভারভারা রাওকে পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গর্ভবতী সাফুরা জারগার, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, সি এ এ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর জামিনও নামঞ্জুর হয়েছে। এর ফলে, তাঁর এবং তাঁর গর্ভের সন্তানের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সি এ এ এবং এন আর সি বিরোধী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানানোর কারণে জামিয়া মিলিয়া এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল মামলা রুজু করে এই কোভিড আক্রান্ত লকডাউনের সময় আটক করে রাখা হয়েছে এবং তাদেরও জামিন মঞ্জুর করা হয় নি।

সাফুরা জারগর ও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে উপরে উল্লিখিত সমাজকর্মীদের অবিলম্বে জামিন মঞ্জুর করার দাবি জানাই।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনার জেলখানার মাধ্যমে কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমেরিকার বার এ্যাসোসিয়েশনের মানবাধিকার কেন্দ্র, ভারতের বিভিন্ন জেলে বন্দি মানবাধিকার কর্মীদের মুক্ত করার জন্য ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে।

আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে এইরকম অতিমারির সময়ে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের এবং প্রতিবাদি ছাত্রদের আটক করে রাখা হয়েছে। আমাদের দেশের প্রতিবাদি কন্ঠ রুদ্ধ করার চেয়ে এই অতিমারিকে, জেলখানায় এবং জেলখানার বাইরে কীভাবে সকলের জন্য ঠেকানো যায়, সেদিকেই বিশেষ নজর দেওয়া অধিক প্রয়োজন।

এই সুপরিচিত মানবাধিকার কর্মীরা এবং প্রতিবাদি ছাত্ররা নিঃস্বার্থ ভাবে উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখে এগিয়ে এসেছেন। অতিমারির সময়ে তাঁদের ইচ্ছাকৃত ভাবে জেলখানার বন্দি করে রাখার ফলে যদি কোনও ভাবে তাঁদের সংক্রমণ ঘটে, সরকার সে'জন্য দায়ি থাকবেন।

মানবাধিকার কর্মীদের এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিবাদিদের সঙ্গে এই সরকার কী আচরণ করে, সেদিকে আমরা, ভারতবাসীরা, এবং সেইসঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষ, তীক্ষ্ণ নজর রাখব। সমস্ত সমাজকর্মী ও মানবাধিকার কর্মীদের অবিলম্বে জামিনে মুক্তি দিতে হবে। এটাই আমাদের একমাত্র দাবি।